যায়যায়দিন

তারিখ ... 14 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৬ ......

মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বই ও ৩০৬ উপজেলায় নতুন মডেল স্কুল হবে

যাযাদি রিপোর্ট

বাজেটে একক খাত হিসেবে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্রী উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা, ছাত্র উপবৃত্তি চালু করা, সেশনজট কমানো, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি করা শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ বাজেট প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগামী বছর থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। বছরে ৪৮.২৫ লাখ ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তিকে ৭৯ লাখে উন্নীত করা হবে। প্রায় ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপন এবং বরিশাল, রাঙামাটি ও গোপালগঞ্জে একটি করে নতুন তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এছাড়া ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের বই : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বই : মাধ্যমিকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে বাজেটে জানানো হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। প্রস্তাবিত বাজেটে এ সুযোগ রাখা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও বাবদ ৩ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বরাদ্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব বাজেটের ৬২ শতাংশ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিও বাবদ রাখা হয়েছে ১১২ কোটি টাকা। এমপিওভুক্তি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে অলীক বিদ্যালয়ে ও বিত্তশালী বিদ্যালয়ে সুযোগটি পুনর্বিবেচনা এবং নতুন এমপিওভুক্তি বিবেচনা করতে নির্দিষ্ট মাপকাঠি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী হুশিয়ার করে দেন। বাজেটে রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতাসাপেক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের প্রারম্ভিক ১০০ শতাংশ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা, ২০১৭ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে কমিয়ে ১:৪০-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র তিন থেকে ৮.২ শতাংশ কারিগরি ও ভকেশনাল শিক্ষায় পড়াশোনা করছে। যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে বাজেটে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভকেশনাল কোর্স চালুর জন্য কারিগরি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৫৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩২২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।